7-7-56
সাধক
রামপ্রসাদ

প্রযোজনা

শিশিরকুমার মিত্র

পুণ্যচিত্রের সঙ্গীতমুখর ভক্তি অর্ঘ্য

সাধক রামপ্রসাদ

চিত্রনাট্য

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

চিত্রশিল্পী : দিব্যেন্দু ঘোষ
শব্দযন্ত্রী : পরিতোষ বসু
রসায়নগারিক : জগবন্ধু বসু
সম্পাদক : নানা বসু

পরিচালক : বংশী আশ
সঙ্গীত : সন্তোষ মুখোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশ : ব্রতীন ঠাকুর

ব্যবস্থাপনা : হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
রূপসজ্জা : সুধীর দত্ত
পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত
অর্কেষ্ট্রা : গ্রাণ্ড অর্কেষ্ট্রা
আলোক সম্পাত : বিমল দাস,

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায়—সনৎ মিত্র, অজিত মজুমদার, সম্পাদনায়—অমরেশ তালুকদার, শব্দধারণে—সমেন চ্যাটার্জ্জি, বিজন বোস, শিল্প-নির্দ্দেশে—হীরেন লাহিড়ী, রসায়নাগারে—প্রফুল্ল মুখার্জ্জি, দুর্গা বসু মুকুন্দ পাল, রূপসজ্জায়—সুরেশ রায়, শঙ্কর গুহ, স্থিরচিত্র—সমর ব্যানার্জ্জি, আলোক সম্পাতে—অনিল দত্ত, হরিসিং, অনন্ত সরকার, শান্তি নন্দী, নবকুমার মান্না, অজিত দাস, শীতল রায়, চিত্রশিল্পে—দেবেন দে, ভবতোষ ভট্টাচার্য্য, ব্যবস্থাপনায়—হীরেন সিংহ, ক্ষিতীশ বাগ, সরল মুখার্জ্জী সাজ-সজ্জা—সন্তোষ নাথ।

নামভূমিকায় : **গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**

নামকীর্ত্তনে : **ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য**

—অন্যান্য ভূমিকায়—

সুনন্দা দেবী, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, অপর্ণা দেবী, শিখারাণী বাগ, ছবি বিশ্বাস, অভি ভট্টাচার্য্য, জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, মহেন্দ্র গুপ্ত, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, রবীন মজুমদার, প্রশান্তকুমার, সমীর মজুমদার, রবি রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নৃপতি, নবদ্বীপ, জহর রায়, লীলাবতী, বাবুয়া, হাসি, তন্দ্রা, কল্পনা, গৌরী বসু প্রভৃতি।

ইষ্টার্ণ টকীজ স্টুডিওতে
আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক :
বসুমিত্র (ডিষ্ট্রিবিউটিং)

ইষ্টার্ণ টকীজ ল্যাবোটরিজে
হাউসটোন যন্ত্রে মুদ্রিত

গল্পাংশ

যাঁরা সংসার ত্যাগ ক'রে যায় তাঁদের হয়ত ঈদৃশ ব্যবহার শোভা পায় কিন্তু রামপ্রসাদের সংসার রয়েছে, সংসারে ভাই, পুত্র, স্ত্রী, কন্যা রয়েছে। দিন দিন অচল হয়ে আসে সংসার, অনটন থেকে শুরু হচ্ছে অনাহার কিন্তু সে-সব কিছুরই যেন বোধ নেই রামপ্রসাদের। বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত উন্মত্ত অবস্থা তাঁর—দিনের পর দিন ঘরছাড়া মাঠে, বনে, জঙ্গলে পড়ে থাকে। ভাই বিশ্বনাথ তাঁকে গ্রামে গ্রামান্তরে খুঁজে বেড়ায়—আর স্বামীর অপেক্ষায় ঘরে নির্নিমেষ প্রতীক্ষা করে সর্বাণী। বড় মেয়ে পরমেশ্বরী বুঝতে শিখেছে কিন্তু ছোট জগদীশ্বরী এবং পুত্র রামদুলাল নিতান্তই অবুঝ। সংসারের অনটনও তারা বোঝে না, মায়ের অবস্থা বোঝবারও তাদের কথা নয়। কিন্তু এ হেন অবস্থাতেও কারো কৃপা ভিক্ষা করতে আত্মসম্মানে লাগে সর্বাণীর—নিজের বাবাকে পর্যন্ত ফিরিয়ে দেয়। দেখে শুনে রামপ্রসাদও যেন অবহিত হল সংসার সম্বন্ধে, ভগ্নীপতি লক্ষ্মীনারায়ণের মারফৎ বাগবাজারের মিত্তিরদের সেরেস্তায় চাকরিতে বহাল হল গিয়ে।

কিন্তু সেখানেও বিপদ! সেরেস্তায় পাকা খাতায় কখন লিখে বসেছে মাতৃবন্দনা। চাকরি যায় যায়, শাস্তি অবধারিত এমন সময় স্বয়ং মিত্তিরমহাশয়ের নজর পড়ে মাতৃবন্দনায়—দে মা তবিলদারী! সঙ্গে সঙ্গে মাসোহারার বন্দোবস্ত হয়ে যায় রামপ্রসাদের। ঘরে বসে নিশ্চিন্তে মাতৃবন্দনা রচনা করে জগজ্জীবের মুক্তির ব্যবস্থা করতে তাকে অনুরোধ

করেন মিত্তিরমশাই। কিন্তু মাসোহারার টাকা অতিথি সেবায় খরচ হয়—কুলিয়ে ঘরের আব্রু রক্ষার জন্যে উঠোনের বেড়া জোটে না। সর্বাণীর তিরস্কারে একদিন মনে সন্দেহ জাগে রামপ্রসাদের। মায়ের নাম যে ক'রে তার কপালেই বুঝি লাঞ্ছনা মাপা হয় বেশী। ফলে, জগদীশ্বরীরূপে স্বয়ং মহামায়া এলেন রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিয়ে যেতে।

এ ঘটনা যখন গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কানে পৌছল —তাঁরা অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন রামপ্রসাদকে জব্দ করবার মৎলবও স্থির হোলো। প্রাত্যহিক গঙ্গাস্নান সেরে বাড়ী ফিরে রামপ্রসাদ একটি কাষ্ঠফলকে লেখা দেখলেন—আমি কাশীর অন্নপূর্ণা আমায় কাশীতে আসিয়া গান শুনাইও। সঙ্গে সঙ্গে কাশী রওনা হলেন রামপ্রসাদ। তিনি জানতেও পারলেন না—এ গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের চালাকি। কিন্তু পথে ত্রিবেণীতে অন্নপূর্ণার আদেশ পেলেন রামপ্রসাদ, ফিরে এলেন ঘরে। যেখানে প্রসাদ নামগান করবে—সেইস্থানই কাশী, সেইস্থানই মহাতীর্থ হয়ে উঠবে।

হতাশ হলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। সাধারণ তাদের যজমানেরা চাষাভূষোরা ক্রমশই প্রসাদকে দেবতা মনে করছে এবং সে আসন তাদের বেদখল হয়ে যাচ্ছে। বিহিত করবার জন্যে তারা দরবার করলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে। ভারতচন্দ্রকে নিয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হালিশহরে এসেছিলেন বিশ্রাম করতে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-দের অভিযোগ শুনে স্বয়ং উপস্থিত হলেন প্রসাদের বাড়ীতে তাঁর বিচার করতে। কিন্তু কার বিচার কে করবে?

(১)

মা মা বলে আর ডাকব না।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী করিলে সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী।
ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
মা বলে আর কোলে যাব না।
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছ চক্ষুকর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে এদুঃখ সন্তানে,
মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না।

(২)

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুতলে গিয়ে, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।
বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি।
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে করে শুবি।
দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥

(৩)

কেন মন বেড়াতে যাবি?
কারো কথায় কোথাও যাসনে রে তুই,
মাঠের মাঝে মারা যাবি॥

বাঁশ বনে গিয়ে ডোম কাণা হয়
এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি?
শেষে কল্পতরুর তলায় গিয়ে
কি ফল নিতে কি ফল নিবি।

(৪)

মন হারালে কাজের গোড়া
তুমি দিবানিশি ভাবছ বসি, কোথায় পাবে
টাকার তোড়া।
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা মা মোর
মোহর গড়া।
তুই কাঁচমূলে কাঞ্চন বিকালি, ছি ছি মন তোর
কপাল পোড়া।

(৫)

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম্ নই শঙ্করী।
পদ-রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে
নারি।
ভাড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা
ত্রিপুরারী।
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ
তাঁরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ কায়গির তবু শিবের সাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ ধূলার
অধিকারী।
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ওপদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ
সারি।

(৬)

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি।
নাই জরীপ জমাবন্দী, তালুক হয় না লাট-বন্দি।
ভেবে কিছু পাইনে সদ্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী।
নাই কিছু অন্ত লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা।
জয় দুর্গার নামে জমা আটা, ঐটা করি মালগুজারি
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ আছে এ মনের সাধ
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি ব্রহ্মময়ীর
জমিদারী॥

(৭)

ডুবরে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে
দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।

(৮)

ডুবিসনে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম্ আটকে যাবে তাড়াতাড়ি॥
একে তোমার কফোনাড়ী ডুব দিওনা
বাড়াবাড়ি।
তোমার হলে পরে জ্বরজাড়ি মন যেতে
হবে যমের বাড়ী

(৯)

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব করে হয় না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা।
দশমাস দশদিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা।

এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না,
এল পুত্রগেল কোথা ॥
সন্তানে কুকর্ম করে, বলে সারে পিতা মাতা।
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড তাতে তোমার
হয়না বাধা ॥

(১০)

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা, বারাণসী।
হৃৎকমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি।
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি!
সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী।
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী

(১১)

জননী পদ পঙ্কজ দেহি শরণাগতজনে,
কৃপাবলোকনে তারিণী।
তপনতনয় ভব ভয় বারিণী,
প্রণবরূপিণী তারা, কৃপানাথ দারা তারা,
ভব পারাবার তরণী।
সগুনা নির্গুনা, স্থূলা, সুক্ষ্মা মূলা, হীন মূলা,
মূলাধার অমল কমল বাসিনী ॥
আগম নিগমাতীতা অখিল মাতা অখিল পিতা,
পুরুষ প্রকৃতিরূপিণী
হংসরূপে সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধা কারিণী ॥

সুধাময় দুর্গানাম, কেবল কৈবল্যধাম
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী
তাপত্রয়ে সদা জ্বলে, হলাহল কূপেমজে,
ভণে রামপ্রসাদ তার, বিফল জানি।

(১২)

ওরে সুরাপান করিনে আমি,
সুধা খাই জয় মা জয় কালী বলে!
মন মাতাল মাতাল করে
মদ মাতালে মাতাল বলে ॥
গুরুদত্ত গুড় বলে প্রবৃত্তি মশলা দিয়ে
জ্ঞান সুরীতে চুয়ায় ভাঁটি,
পান করে মোর মন মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে।

(১৩)

জয় জয় যদুকুল জলনিধি চন্দ্র।
ব্রজকুল গোকুল আনন্দ কন্দ।
জয় জ জলধর শ্যামল অঙ্গ।
মিলন কলতরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥
শুধুই সুধাময় মুরলী বিলাস।
জগজন মোহন মধুরিম হাস।
অবনি বিলম্বিত বনে বনমাল।
মধুকর ঝঙ্কৃত তত্‌হি রসাল।

(১৪)

মন কর না দ্বেষাদ্বেষি।
মন হবি বৈকুণ্ঠবাসী॥
কালী কৃষ্ণ শিব রাম,
সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি।
দিগম্বরী দিগম্বর পীতাম্বর চিরবিলাসী।
শ্মশানবাসিনীবাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপনের কথা দে' তোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী ॥

(১৫)

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে বিগলিত
কুন্তলজাল।
বিমল বিধুর, শ্রীমুখ সুন্দর,
তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল ॥
যোগিণী সকল, ভৈরবী সমরে,
করে করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধা মানস, উর্দ্ধে শোনিত,
পিবতি নয়ন বিশাল॥
নিগম সারিগম, গম, গম, গম,
মধুর যন্ত্রমণ্ডল ভাল।
তা তা থেই থেই দ্রিমকি ধাধা ডম্ফ বাধা রসাল ॥
প্রসাদ কলয়তি, শ্যামা সুন্দরি, রক্ষ মম পরকাল।
দীনহীন প্রতি, কুরু কৃপা লেশ, বারঃ কাল
করাল ॥

(১৬)

এমন দিন কি হবে মা তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে টুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা বলে হব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
অন্ধ আঁখি দেখ মাকে, তিমিরে তিমির হরা।

(১৭)

ষট্ কমল মধ্যে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন পবনে দোলাইছে দিবসরজনী ওমা।
ইড়াপিঙ্গল নামা, সুষুম্না মনোরমা।
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ওমা॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের
কোল।
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ওমা॥

(১৮)

অন্নদে গো অন্নদে দে গো অন্ন দে।
জানি মায়ে দেয় ক্ষুধায় অন্ন অপরাধ করিলে
পদে পদে।
মোক্ষ প্রসাদ দেও হে এ সুখে অবিলম্বে,
জঠরের জ্বালা আর সহেনা, তারা, কাতরা হইওনা
প্রসাদে।

(১৯)

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন, বদন ভরে মাকে ডাকি॥
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী, আসেন কিনা,
আসেন দেখি॥
লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার এত ভাবনা কি।
তারা নামের কবচমালা, বৃথা আমি গলায় রাখি।
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস তালুকের প্রজা।
আমি কখন নাতান, কখন সাতান, বাকীর দায়ে
না ঠেকি।
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা অন্যে কি জানিতে পারে?
যাঁর ত্রিলোচন না পেল তত্ত্ব, আমি অন্ত পাব কি।

(২০)

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হল
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রল।
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছল।
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হল,
এখন সন্ধ্যা বেলায়, কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল

(২১)

মজলেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইক গেঁটে।
পঞ্চভূতে ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।
তারা কারু কথা কেউ শোনে না মা
দিন তো আমার গেল কেটে।
প্রসাদে বলে ব্রহ্মময়ী কর্ম্মডুরি দেনা কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, ব্রহ্মরন্ধ্র
যায় যেন ফেটে॥

(২২)

কালীগুণ গেয়ে, বগলবাজায়ে,
এ দেহ তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে॥
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠ দেশে অনুকূল, কাল হবে
চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অনিমাদি।
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে॥

(২৩)

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে কেবল ঘোষণা
রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে।
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়।
ওমা, তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে
গো॥
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দেনা ফিরে চেয়ে।
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো।

বসুমিত্র (ডিষ্ট্রিবিউটিং) পরিবেশিত

পরবর্তী ছবি

নিকৃষ্টাংশে : ভানু রায় ও জহর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচার-সচিব ধীরেন মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত ও জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।